Green Shift – Students' Action for shaping a Plastic-Free Future on campus

A workshop was held on 02 March 2024 at the Research Hub Building entitled “Green-Shift: Students Action for Shaping a Plastic-Free Future for Campus”. The workshop was arranged by SCIP Plastics Project’s Working Group Five, KCC Awareness Centre team, and Knowledge Transfer Hub.

Welcome Speech by Prof. Dr. Md. Rafizul

The focus of this workshop was to include students of the campus as active participants in implementing plastic substitution by jute bags on campus. A total of thirty students as participants were present in the session. Professor Dr. Md. Rafizul Islam, Project Director, SCIP Plastics project was present there to inaugurate the workshop; Philipp Lorber, Scientific, and Financial Coordinator; Michaela Rohrbach, Research Scientist also joined as special guests. The objective of this session was to explore students’ perspectives on plastic waste and jute bag use and discuss and develop a model that can reduce single-use plastic bag consumption and promote jute bags on campus successfully. The session started with a welcoming speech by Professor Md. Rafizul Islam where warmly welcomed all the students for attending the workshop. At first, he introduced the project and addressed that SCIP is the first capacity-building project in the country. Then he introduced Phillip Lorber, financial coordinator, of the SCIP Plastics Project, and Michaela Rorhbach, an Expert from ISOE. Finally, Enjamamul Haque, Head of KCC Awareness Centre finished the welcome session with a short speech encouraging the students.

A brief presentation was presented by Md. Mahmudul Hasan, Coordinator, Knowledge Transfer Hub addressed the whole description of the project. Following the event, Professor Rafizul Islam took the initiative to distribute distinctive volunteer kits (T-shirts and badges) among the enthusiastic students.

T-shirt and Badge distribution among Students

After that, members of Working Group V presented their presentation slides to showcase their activities till now. This was presented to give a brief idea to the students about the current activities of the model implementation. They were shown the feasibility analysis of jute products, and life cycle assessment results in an understandable way to confirm to them how environment-friendly jute bags are if used instead of plastic. After that, the till now actions for model implementations were described. They have showcased the plastic waste flow on the KUET campus, and the workshops already held as part of

the pilot model. The feedback and discussions from the other sessions were also mentioned to give the students a better understanding. After the presentation, the students were asked if they had any questions and some of them asked the necessary questions to understand the whole concept better. Lastly, after lunch from 1.30 pm to 2.30 pm, the knowledge sharing session with the mean of world café method was held. The focus of the knowledge-sharing session was to develop ideas to run a jute bag promotion on campus instead of plastic and develop a monitoring/evaluation process to understand the jute bag usage condition on campus. The participants were divided into three groups; group A, group B, and group C. Group A was moderated by Enjamamul Haque, Head of KCC Awareness Centre, and S M Nahin Rahaman, Communication Designer. Group B was moderated by Ankon Singh, Secretary of KCC Awareness Centre; Mahmudul Hasan, Knowledge Transfer Hub; and Tasnim Tarannum Zarin, Research Assistant Working Group V. And lastly group C was moderated by Fahima Akter, Environmental Education Assistant/ Trainer; Nishat Tasnim Nisha,

Knowledge Exchange Session

Research Assistant Working Group V; and Nushrat Nureen, Research Assistant Working Group V.This session was held in 2 parts containing 45 minutes and 55 minutes consecutively. The first part addressed generating student engagement ideas where the students discussed their plan to reach other students and the pros and cons of that plan to determine the most feasible ones. In the second part, an evaluation/ monitoring model was developed to address, how the user data can be collected, and how the user's perspective about using jute bags can be known.

Following that, the program concludes by delivering a heartfelt message of gratitude from the organizing team.

সবুজে ফেরা – ক্যাম্পাসে প্লাস্টিক-মুক্ত ভবিষ্যত গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

গত ২ মার্চ ২০২৪ SCIP প্লাস্টিকস প্রজেক্ট এর ওয়ার্কিং গ্রুপ V কেসিসি এওয়ারনেস সেন্টার টিম এবং নলেজ ট্রান্সফার হাব এর উদ্যোগে ক্যাম্পাসে প্লাস্টিক-মুক্ত ভবিষ্যত গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি কর্মশালা রিসার্চ হাব বিল্ডিং-এ আয়োজিত হয়। এই কর্মশালার লক্ষ্য ছিল ক্যাম্পাসে জুট ব্যাগ দ্বারা প্লাস্টিক প্রতিস্থাপন বাস্তবায়নে ছাত্রদেরকে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। মোট তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী এই সেশনে উপস্থিত ছিলেন। SCIP প্লাস্টিকস প্রজেক্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রফেসর ড. মো. রাফিজুল ইসলাম কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন; এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন Phillip Lorber, সায়েন্টিফিক এন্ড ফিন্যান্সিয়াল কোঅর্ডিনেটর; Michaela Rorhbach, রিসার্চ সায়েন্টিস্ট। এই সেশনের উদ্দেশ্য ছিল প্লাস্টিক বর্জ্য এবং জুট ব্যাগের ব্যবহার নিয়ে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ করা এবং একটি মডেল নিয়ে আলোচনা ও উন্নয়ন করা যা ক্যাম্পাসে অনটাইম প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার হ্রাস করতে এবং সফলভাবে জুট ব্যাগের ব্যবহার প্রচার করতে সাহায্য করবে। সেশনটি প্রফেসর মো. রাফিজুল ইসলামের একটি স্বাগত ভাষণ দিয়ে শুরু হয়েছিল, যেখানে তিনি কর্মশালায় অংশ নেয়া সব ছাত্রদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে তিনি প্রজেক্টটি সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন যে SCIP দেশের প্রথম ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট। তিনি আরও বলেন এই প্রজেক্টের মাধ্যমে খুলনা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করে একটি পরিবেশবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে। তারপর তিনি SCIP প্লাস্টিকস প্রজেক্টের ফিন্যান্সিয়াল কোঅর্ডিনেটর Phillip Lorber, এবং এক্সপার্ট কোওর্ডিনেটর Michaela Rorhbach কে পরিচয় করিয়ে দেন। অবশেষে, কেসিসির অ্যাওয়ারনেস সেন্টার এর প্রধান ইনজামামুল হক স্বাগত সেশনে একটি ছোট বক্তব্য দিয়ে শেষ করেন, যেখানে তিনি ছাত্রদের অনটাইম প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে উৎসাহিত করেন।

নলেজ ট্রান্সফার হাবের কোঅর্ডিনেটর মো. মাহমুদুল হাসান, একটি সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন যেখানে তিনি প্রজেক্টের সম্পূর্ণ বর্ণনা তুলে ধরেন। এরপর, প্রফেসর রাফিজুল ইসলাম উৎসাহী ছাত্রদের মধ্যে ভলেন্টিয়ার কিট (টি-শার্ট এবং ব্যাজ) বিতরণ করেন।

পরবর্তীতে ওয়ার্কিং গ্রুপ V এর সদস্যরা তাদের কার্যক্রমের প্রেজেন্টেশন স্লাইডগুলি প্রদর্শন করেন যা ছাত্রছাত্রীদেরকে মডেল বাস্তবায়নের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছিল। জুট পণ্যের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ এবং জীবন চক্র মূল্যায়নের ফলাফলগুলি তাদেরকে বোঝানো হয় যাতে তারা বুঝতে পারে প্লাস্টিকের পরিবর্তে জুট ব্যাগ ব্যবহার করা কতটা পরিবেশ বান্ধব। এরপর মডেল বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত করা কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হয়। কুয়েট ক্যাম্পাসে প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রবাহ রোধ এবং পাইলট মডেলের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপগুলো প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য সেশন থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া এবং আলোচনাগুলোও উল্লেখ করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা একটি ভালো ধারণা পেতে পারে। প্রেজেন্টেশনের পর, ছাত্রদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

অবশেষে, দুপুরের পর দুপুর ১.৩০ থেকে ২.৩০ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ক্যাফে পদ্ধতির মাধ্যমে নলেজ শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। নলেজ শেয়ারিং সেশনের ফোকাস ছিল প্লাস্টিকের পরিবর্তে ক্যাম্পাসে জুট ব্যাগের

ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচারের পদ্ধতি খুজে বের করা এবং ক্যাম্পাসে জুট ব্যাগের ব্যবহারের অবস্থা বুঝতে একটি নিরীক্ষণ/মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার খোঁজ করা। অংশগ্রহণকারীদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়; গ্রুপ এ, গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি। গ্রুপ এ কেসিসি অ্যাওয়ারনেস সেন্টার এর প্রধান ইনজামামুল হক এবং এস এম নাহিন রহমান কমিউনিকেশন ডিজাইনার মডারেট করেন। গ্রুপ বি কেসিসি অ্যাওয়ারনেস সেন্টার এর সেক্রেটারি অঙ্কন সিং, মাহমুদুল হাসান, কোঅর্ডিনেটর, নলেজ ট্রান্সফার হাব; এবং তাসনিম তারান্নুম জারিন রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ V মডারেট করেন। এবং গ্রুপ সি ফাহিমা আক্তার, এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন এসিস্ট্যান্ট/ট্রেইনার; নিশাত তাসনিম নিশা রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ V ; এবং নুসরাত নুরীন রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ V মডারেট করেন। এই সেশন দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার প্রতিটি পর্বের সময়কাল ছিল যথাক্রমে ৪৫ মিনিট এবং ৫৫ মিনিট। প্রথম পর্বে ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির পদ্ধতি খোঁজ করা হয়েছিল, যেখানে ছাত্ররা অন্যান্য ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করা ও তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং সেই পরিকল্পনার সুবিধা এবং অসুবিধা বিচার করে সর্বাধিক সম্ভাব্য ধারণাগুলি নির্ধারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে, কিভাবে ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করা যাবে এবং জুট ব্যাগ ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা কিভাবে জানা যাবে সে ব্যাপারে একটি মূল্যায়ন/নিরীক্ষণ মডেল তৈরি করা হয়।

সবশেষে, আয়োজক দলের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।